একক ৮ □ ফ্যাশন এবং ফ্যাশন ডিজাইনিং (Fashion and Fashion Designing)

গঠন

৮.১ নক্‌শা ফ্যাশন এবং স্টাইল (Design, Fashion and Style)

৮.২ ফ্যাশন্ ডিজাইনিং (Fashion Designing)

৮.২.১ ফ্যাশন ডিজাইনের উপাদান (Elements of Design)

৮.২.২ ডিজাইনের মূল নীতি (Design Principles)

৮.৩ ফ্যাশন লুক

৮.৪ ফ্যাশানের সময়কাল (Fashion Season)

৮.৫ ফ্যাশানের চক্র (Fashion Season)

৮.৬ ফ্যাশানের আনুষঙ্গিক বা সহায়ক বস্তু (Fashion Accessories)

৮.১ নক্‌শা ফ্যাশন এবং স্টাইল (Design, Fashion and Style)

আকল্প বা নকশা : কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা দ্রব্য উৎপাদন ঘটানোর পূর্বে যে বুদ্ধিসত্ত্বা দিয়ে দ্রব্যটির রূপ বা আকার দেওয়া হয়, সেটাই হল নক্‌শা বা আকল্প অর্থাৎ যে কোন ধরনের আকার বা shape বা পরিসীমাকে ডিজাইন বলা যেতে পারে।

ফ্যাশন্ : ফ্যাশন হল কোন কিছু যা আকর্ষণীয় ও নতুন একটি স্টাইল যা সময়ের সাথে ও মানুষের ব্যাক্তিত্বের সাথে এবং তাদের রুচি অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িতে, অফিসে এবং সর্বত্র আমরা এই ফ্যাশন বা স্টাইল দ্বারা প্রভাবিত হই।

স্টাইল : স্টাইল হল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা আকৃতি বা উপাংশ যার মাধ্যমে একটা থেকে অপরটিকে পৃথক করা যায়। উদাহরণস্বরূপ মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের স্কার্টের স্টাইল। এই স্টাইলভুক্ত পোশাকটি যখন একই সাথে বিভিন্ন মূল্যে বহুসংখ্যক মানুষ দ্বারা গৃহীত হয় তখন সেইটি ফ্যাশন্ হয়ে যায়।

অর্থাৎ ফ্যাশন্ এবং স্টাইল উভয়েই পরিবর্তনশীল; উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বিভিন্ন ধরনের জুতার ব্যবহার, মেয়েদের ও ছেলেদের চুলের স্টাইল, মহিলাদের পোশাকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নেক লাইন, স্লীভ বা হাতা, পুরুষদের পোশাকের মধ্যে জামার বিভিন্ন ধরনের কলার এবং বিভিন্ন ধরনের হাতা বা স্লীভ ইত্যাদি (৮.১ থেকে ৮.৩ চিত্রে দেখানো হয়েছে।)। সেই স্বাপেক্ষে বলা যেতে পারে, যে কোন কিছু পরিবর্তনের ধারাকে ফ্যাশন্ বলে।

ফ্যাশন্ সাধারণ দুই প্রকার ঃ—

১. হাই ফ্যাশন অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীভুক্ত।

২. লো ফ্যাশন অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীভুক্ত।

বিভিন্নপ্রকার নেকলাইন (Neck Line)

চিত্র ৮.১

বিভিন্ন প্রকার হাতা (Different type of Sleeves)

চিত্র ৮.২

বিভিন্ন প্রকার কলার (Collar)

চিত্র ৮.৩

পোশাক শিল্পে ফ্যাশন্ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয়। ফ্যাশন্ গারমেন্টস বলতে পোশাকের প্রচলিত আকার বা গঠন কেই বোঝানো হয়। যখন কোন বিশেষ ফ্যাশন্জাত উচ্চমানের দ্রব্য বাজারে আসে এবং সেইটি সমাজে খ্যাতিসম্পন্ন বা সেলিব্রিটিদের জন্য তৈরী হয় বা তাঁহারা গ্রহণ করেন, তখন সেইটি হল উচ্চমানের বা হাই ফ্যাশন্। আবার যখন ঐ ফ্যাশনজাত দ্রব্যটিকে তার মান কমিয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়া হয় যা সকল শ্রেণীর মানুষ গ্রহণ করে থাকে তখন সেইটি হল নিম্নমানের বা লো ফ্যাশন। ফ্যাশন শিল্পে যে সমস্ত শব্দগুলি জড়িত সেইগুলি হল ক্লাসিক, ফোর্ড, ফ্যডি ইত্যাদি।

৮.২ ফ্যাশন্ ডিজাইনিং (Fashion Designing)

যে কলাবিদ্যার মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পছন্দ করা হয় তাকেই বলে ফ্যাশন ডিজাইনিং। একজন ফ্যাশন ডিজাইনারের কাজ হল নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও উদ্ভাবনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং বিভিন্ন বাজার সমীক্ষা করে নিত্যনূতন পোশাকের প্রচলিত আকার বা গঠন প্রধান করা। এছাড়াও প্রতিটি উপকরণকে পোশাকের বাজারে বিক্রয়য়োগা ও জনপ্রিয় করে তোলাও তার ভূমিকা। ফ্যাশন দুনিয়ায় অ্যাপারেল ডিজাইনিং-এর চাহিদা বেশী। শিল্পকলার মাধ্যমে পোশাক বা জামাকাপড়কে আকর্ষিত করে তোলা এবং বাজারে চাহিদার জোগানকে সামাল দেওয়া একজন সফল অ্যাপারেল জিডাইনারের মুখ্য ভূমিকা।

৮.২.১ ফ্যাশন ডিজাইনের উপাদান (Elements of Design)

কোন পোশাক-এর ডিজাইনিং করতে গেলে প্রাথমিকভাবে যে উপাদানগুলির উপর ডিজাইনারের চিন্তাভাবনা সৃষ্ট হয়, সেগুলি নিম্নরূপ।

ক) **আকৃতি :** এটি পোশাক বা কসটিউমের আকৃতি বা আউটলাইন। এই আকৃতি বা silhonette থেকে একটি পোশাককে অপর একটির থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। যেমন স্কার্টের গঠন প্রকৃতি একরকম এবং সার্টের আকৃতি আর এক ধরনের।

খ) **রেখা :** মূল পদার্থের আকার গঠনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে রেখা। অর্থাৎ কোন বস্তুর উপরি আকার কিংম্বা কোন বস্তুর ডিজাইন ডেভেলপ করতে রেখা ব্যবহার করা হয়। এই রেখার প্রকৃতি থেকে মনের ভাব ও অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। কোন কাপড় থেকে যখন পোশাক বানানো হয় তখন পেপার প্যাটার্ন-এর মাধ্যমে কাপড় কাটতে হয়। এক্ষেত্রে রেখার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেখার মাধ্যমে পোশাকের বিভিন্ন খণ্ডকে চিহ্নিতকরণ বা সিমলাইন থেকে সহজে আলাদা করা সম্ভব।

গ) **কাপড় :** যে বস্ত্র দ্বারা গারমেন্টস বা পোশাক তৈরী করা হয়, সেটির তলের উপর হাত দিয়ে অনুভব করা হয় সেটা মসৃণ না খসখসে, অর্থাৎ এক কথায় কাপড়ের তলের অনুভূতিই হইল টেক্সচার্। এ বিষয়ে একজন ডিজাইনারের কাপড়ের গুণাগুণ ও কোন ধরনের বুননের মাধ্যমে কাপড়টি তৈরী সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ কাপড়ের টেক্সচার্ আমাদের মনের ভাব বা অনুভূতিকে সজাগ রাখে।

ঘ) **সবিস্তার (Detailing) :** একটি পোশাকের বিভিন্ন চিহ্নিত সবিস্তার বা বিশদ অংশগুলি হল সীম্, প্লিট টাক্স, ডার্ট বা ভাঁজ, স্লিভ, কলার, পকেট এবং নেকলাইন, যেগুলির দ্বারা পোশাকের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয় বা পোশাকটি সম্পূর্ণরূপ পায়।

ঙ) **রঙ :** কোন গারমেন্টস্ ডিজাইন করতে গেলে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কাপড় ও তার রঙ। কারণ কাপড়ের রঙ একটি পোশাকের রূপকে পাল্টে দিতে পারে এবং আমাদের মনের ভাবের অনুভূতি জোগায় বা নিরসতা আনে। সেই কারণে আমরা রঙকে mood-setting element বলে থাকি।

৮.২.২ ডিজাইনের মূল নীতি (Design Principles)

ডিজাইনের মূল নীতিগুলি হল কতকগুলি মৌলিক উপাদান বা এদের সমন্বয় গোষ্ঠী। অর্থাৎ এই মৌলিক উপাদানগুলির সমন্বয়গোষ্ঠী হল ডিজাইনিং-এর পথপ্রদর্শক। যে যে উপাদানগুলির উপর ডিজাইনের নীতি নির্ভর করে সেইগুলি হল—

ক) **সুবিন্যাস (Proportion) :—**পোশাকের বিভিন্ন মাপের খণ্ড বা অংশগুলি পরস্পর একটি আর একটির সাথে সম্পর্কযুক্ত বা মানানসই। যে ধারণার ভিত্তিতে এই মানানসই পোষাক স্থাপিত করা হয় সেটি হল সুবিন্যাস।

খ) **ভারসাম্য বা সুষম (Balance) :—**ডিজাইনারের সৃষ্ট ডিজাইন যুক্ত পোশাকের মধ্যে বিভিন্ন খণ্ড বা অংশগুলির জোড়া দেওয়ার ফলে যে সমতা বাজায় থাকে সেটিই হল ভারসাম্যতা। আমাদের শরীরের ডান ও বাম দিকের যেরূপ মিল আছে পোশাকেও সেইভাবে ভারসাম্যতা বজায় রাখার জন্য নানাভাবে চিন্তাভাবনা করা হয় যাতে পোশাকের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

গ) **ছন্দ (Rhythm) :—**পোশাক তৈরীতে যে সকল জিনিষ প্রয়োগ করা হয়, যেমন, আকার, মাপ, এমনকি কাপড়ের রঙ, সব মিলিয়ে এদের মধ্যে যে মিল বা রূপ প্রদান করে পোশাককে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়, সেই মিল বা ঐক্য হল ছন্দ। বিভিন্ন জিনিষের প্রয়োগ যেমন—প্লিট্, স্ট্রাইপ, ফ্রিলস্ বা কোন নক্শা যখন নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে পোশাকে প্রয়োগ করে এদের মধ্যে ঐক্য বা মিল দিয়ে পোশাকটিকে রূপকার করে তোলা হয়।

ঘ) **তীব্রভাব (Emphasis) :—**ডিজাইনারের সৃষ্ট অনুযায়ী ডিজাইনের মধ্যে যে বিশেষ অংশ বা উৎসবিন্দু বা চিহ্ন যা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বা একনজরে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য করায় সেটাই হল পোষাকের মধ্যে তীব্রভাব বা emphasis। এই তীব্রভাব নানাভাবে পোশাকের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়। যেমন, বিভিন্ন রঙের মিলিত উৎসবিন্দু বা কোন নির্দিষ্ট জিনিষ বা প্রয়োগের তীব্রতা, বিভিন্ন রেখার মিলিত জ্ঞান ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলির মাধ্যমে মিলিতভাবে যে ভাব ফুটে ওঠে অথবা যা নিজেদেরকে ধরে রাখতে সাহায্য করে সেটিই হল ঐক্য বা harmony—একটি ঘরে সাজিয়ে রাখা কিংম্বা ছড়িয়ে রাখা জিনিষপত্র নিয়েই ঘরের ঐক্য গঠন করা হয়। বিভিন্ন আকার, মাপ, রঙ, আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি হল harmony।

উপাদান **(Motif) :—** হল এমন একটি বিষয়বস্তু যা প্রকৃতি থেকে বা বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন, কম্পিউটার, দূরদর্শন, ম্যাগাজিন, পৌরাণিক মন্দির, ঘরবাড়ি ইত্যাদির থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নক্শার উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ডিজাইন-এর ধরণ :

ক) প্রকৃতি থেকে অর্থাৎ গাছ এবং ফুল ইত্যাদি থেকে

খ) জ্যামিতিক আকার থেকে

গ) কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা বা গল্পগুজব ইত্যাদির ভঙ্গিমা থেকে

ঘ) বস্তু (Abstract) থেকে

ঙ) মানবজাতি সংক্রান্ত বা অ্যাথনিক উপায়ে।

৮.৩ ফ্যাশন লুক

কোন ফ্যাশনকে পোশাকের সাথে মানানসই সকলপ্রকার আনুষঙ্গিক জিনিষ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণীয় করে তোলাই হল ফ্যাশন লুক। এক্ষেত্রে পোশাকের সাথে চুলের কায়দা, গহনা, ব্যাগ, ঘড়ি, জুতো, চশমা, টুপী ইত্যাদি আনুষঙ্গিক জিনিষ দিয়ে নিজেকে প্রদর্শনের জন্য সম্পূর্ণ করে তোলা হয়।

৮.৪ ফ্যাশানের সময়কাল (Fashion Season)

গ্রীষ্ম ও শীত সময়কালের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং সেই উপযোগী যে নূতন ফ্যাশনজাত পোশাক বাজারে ছাড়া হয় সেই সময়কালকে ফ্যাশন সময়কাল বলে। ফ্যাশন সময়কাল সাধারণতঃ দুইপ্রকার ঃ—ক) স্প্রীং সীজন্ (ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই) এবং খ) ফল সীজন্ (আগষ্ট থেকে জানুয়ারী)

স্প্রীং সীজনে্ গ্রীষ্মের উপযুক্ত পোশাক উৎপাদন করা এবং বাজারে ছাড়া হয়। শরীরকে শীতল বা আরামদায়ক রাখতে এই সময়কার পোষাকগুলি সুতির কাপড় দিয়ে তৈরী করা হয়। উল বা কৃত্রিম তন্তু জাতীয় কাপড়ের পোশাক মোটেই ব্যবহার করা হয় না। ফল সীজন্ হল শরৎ এবং শীতকাল। এই সময়কালে প্রধানতঃ উলেন জাতীয় পোশাক তৈরী করা হয় এবং শীতের উপযুক্ত গরম কাপড় কৃত্রিম বা উল-সিন্থেটিক কাপড় দিয়ে বানানো হয় যা উপযুক্ত সময়ের ব্যবহারযোগ্য।

৮.৫ ফ্যাশান চক্র (Fashion Cycle)

যখন কোন ফ্যাশন্জাত পোশাক বা দ্রব্য বাজারে আসে তখন সেই জাতীয় দ্রব্যটি পর্যাবত্ত আকারে বা কয়েকটি কালবিভাগকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলে। সেই কাল বিভাগগুলিকে প্রতিলিপি করলে যে চক্র সৃষ্ট হয়, সেটাই হল ফ্যাশন সাইকেল প্রথম কালবিভাগটি হল সদ্য বাজারে উত্থাপন বা উপস্থাপনা করা, দ্বিতীয় কালবিভাগটি হল বাজারে তাঁর জনপ্রিয়তা, তৃতীয়টি হল বিপুলসংখ্যক মানুষের গ্রহণ এবং অবশেষে চতুর্থ কালবিভাগটি হল দ্রব্যটির বাজার চাহিদা কমে যাওয়া। অর্থাৎ যখন বাজারে দ্রব্যটির চাহিদা প্রায় শূন্য হয়ে যায়।

পোশাক শিল্পে পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের বিভিন্ন ফ্যাশনজাত দ্রব্যগুলি আলাদা সাইজ বা মাপ, বিভিন্ন রঙ এবং দাম অনুযায়ী চিহ্নিতকরণ করে বিভিন্ন পোশাক কেন্দ্রে, সপিং মল বা বাজারে বিভিন্ন স্টলের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়।

পুরুষ ও মহিলাদের কিছু ফ্যাশানজাত পোশাক, বিভিন্ন স্টাইল বা এফেক্ট দিয়ে চিত্রসহ দেখানো হল। (চিত্র ৮.৪ থেকে ৮.১০)

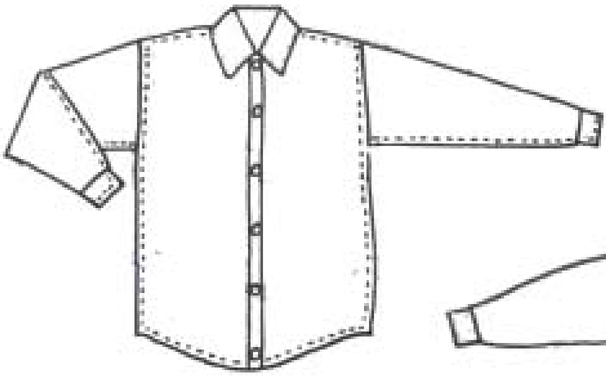

Front View

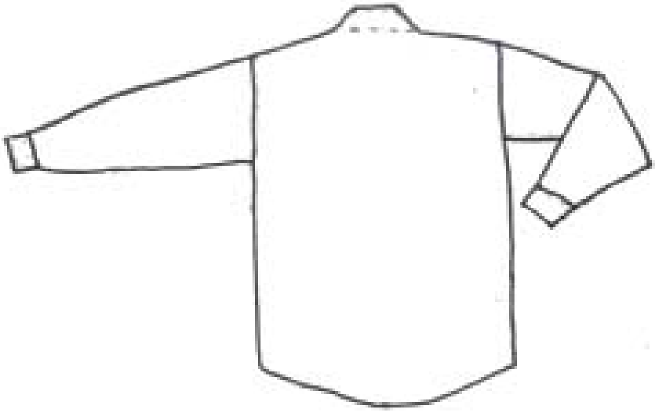

Back View

পুরুষের জামা (Shirt)

চিত্র ৮.৪

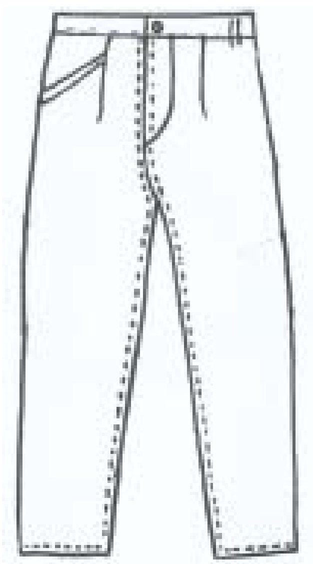

Front View

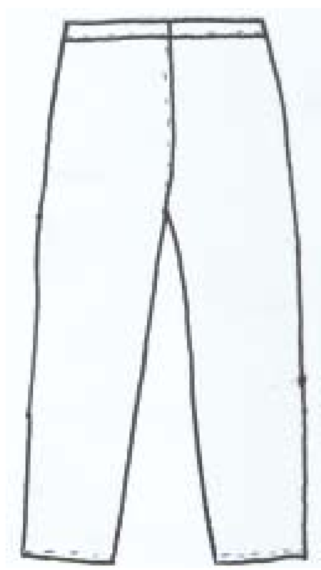

Back View

পুরুষের প্যান্ট (Trouser)

চিত্র ৮.৫

ভারতীয় নারীর উপরিচ্ছদ (Top)

প্যাশ্চাত্য নারীর উপরিচ্ছদ (Top)

চিত্র ৮.৬

টেন্ট লাইন ফ্রক

চিত্র ৮.৭

প্রিন্সেস লাইন টপ ও প্লিটেড স্কার্ট

চিত্র ৮.৮

পাশ্চাত্য পোশাক (Flouncess style)

চিত্র ৮.৯

মহিলাদের পাশ্চাত্য পোশাক (Dots and Brick effects)
চিত্র ৮.১০

৮.৬ ফ্যাশানের আনুষঙ্গিক বা সহায়ক বস্তু (Fashion Accessories)

বস্ত্রকারখানায় ফ্যাশানজাত পোশাকের সহায়ক বস্তু বলতে সেই সকল ছোট ছোট জিনিষগুলিকে বোঝায় যা পোশাকের সাথে ব্যবহারের ফলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত করে তোলা সম্ভব অর্থাৎ যা ফ্যাশন পোষাক ও নিজস্ব রূপ ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে। সেই সহায়ক বস্তুগুলি হল—টুপী, গ্লাভস্, গহ্ণাজাতীয় জিনিষ, বেল্ট, হ্যান্ডব্যাগ, জুতো, এমনকি নিজ নিজ চুলের স্টাইল পর্যন্ত। (চিত্র ৮.১১)

Fashion Acceppories :

চিত্র ৮.১১